182. d. 885. 4º.

নবীন সম্রাট্।

'চণ্ডীদাস,' 'মুসলমান বৈষ্ণবকবি,' 'জ্ঞানদাস,'
'প্রাচীনা স্ত্রীকবি' এবং 'বলরামদাস'
প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক এম, আর, এ, এস,
প্রণীত।

কলিকাতা,

২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

১৩০৮।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
জন্ম।	...	...	১
বাল্যাবস্থা।	...	...	৪
বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন।	...	...	৯
পিতৃবিয়োগ।	...	...	১৭
বিবাহ এবং পারিবারিক সুখ।		...	১৯
জীবনাশঙ্কা।	...	...	২৬
শোক।	...	...	৩০
ভারত ভ্রমণ।	...	...	৩৩
স্বদেশ হিতৈষিতা এবং বিবিধ কার্য্য।		...	৩৬
মাতৃবিয়োগ।	...	...	৪০
সিংহাসন অধিরোহণ।	...	...	৪৭

নবীন সম্রাট্

BENGAL LIBRARY
7 JAN. 1902

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক এম, আর, এ, এস

182. Cd. 885. 4º.

নবীন সম্রাট্।

'চণ্ডীদাস,' 'মুসলমান বৈষ্ণবকবি,' 'জ্ঞানদাস,'
'প্রাচীনা স্ত্রীকবি' এবং 'বলরামদাস'
প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক এম, আর, এ, এস,
প্রণীত।

কলিকাতা,

২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

১৩০৮।

IMPERIAL LIBRARY
9 AUG. 3.

৪৮নং গ্রেষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিন যন্ত্রে,
শ্রীবগলাচরণ বড়াল দ্বারা মুদ্রিত।

BELVEDERE

The 27th April, 1901

DEAR SIR,

In reply to your letter of the 25th April 1901, I am to inform you that His Honor the Lieutenant Governor has no objection to your book entitled "A Short Life of His Gracious Majesty the King-Emperor, Edward the Seventh" in Bengali, being dedicated to him.

Yours Faithfully

(Sd.) E. L. HAMMOND I.C.S.

Private Secretary.

Babu Ramani Mohan Mallick

Meherpore, *Dist. Nadia.*

To

The Honourable

Sir John Woodburn

M.A., I.C.S., K.C.S.I.

The Lieutenant Governor of Bengal

Whose popularity has been unequalled in the annals of Bengal,

Whose desire for doing good is admired by one and all,

This little volume

of the memoir

of

Our New Noble King-Emperor

is most respectfully dedicated by his devoted servant.

RAMANI MOHAN MALLIK.

বিজ্ঞাপন।

ভারত চিরদিন রাজভক্ত, সুতরাং প্রজাগণ রাজার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী। কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি নারী, সকলের নিকট রাজার জীবনচরিত সমান আদরের সামগ্রী। শিক্ষিতজন রাজার জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার সদ্‌গুণরাশির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহাদের শিক্ষা তাদৃশ উচ্চ নহে তাঁহারা বা বালকগণ সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকাই সম্ভব। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য এই যে সুকুমারমতি বালকগণ এবং যাঁহাদের শিক্ষা তত বিস্তৃত নহে, তাঁহারা নবীন নরপতির সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার সদ্‌গুণ সমূহের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে রাজভক্তির সঞ্চার হইবে। আমার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আমার শ্রমের সার্থকতা লাভ করিব।

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক।

দেওঘর, বৈদ্যনাথ।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
জন্ম।	...	...	১
বাল্যাবস্থা।	...	...	৪
বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন।	...	...	৯
পিতৃবিয়োগ।	...	...	১৭
বিবাহ এবং পারিবারিক সুখ।		...	১৯
জীবনাশঙ্কা।	...	...	২৬
শোক।	...	...	৩০
ভারত ভ্রমণ।	...	...	৩৩
স্বদেশ হিতৈষিতা এবং বিবিধ কার্য্য।		...	৩৬
মাতৃবিয়োগ।	...	...	৪০
সিংহাসন অধিরোহণ।	...	...	৪৭

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক এম্, আর, এ, এস,

সম্পাদিত।

১। চণ্ডীদাস—বিস্তৃত জীবনী, টীকা ও সমালোচনা সমেত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৲ টাকা।
২। জ্ঞানদাস—জীবনী ও টীকা সমেত। মূল্য ১৷৹ টাকা।
৩। মুসলমান বৈষ্ণবকবি—টীকা সমেত। মূল্য ৵৹ আনা।
৪। প্রাচীনা স্ত্রীকবি—জীবনী ও টীকা সমেত মূল্য ৵৹ আনা।
৫। বলরামদাস—জীবনী ও টীকা সমেত। মূল্য ১৲ টাকা।

জেলা নদীয়া, মেহেরপুরে সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা ২০৯.নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে মজুমদার লাইব্রেরি এবং ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ।
মজুমদার লাইব্রেরি,
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

P3/1 12

BENGAL LIBRARY
7 JAN. 1902
WRITERS BUILDINGS

নবীন সম্রাট্‌।

No 5
12th 1902

জন্ম।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শরমণীগণের সদ্‌গুণ-রাশিতে ভারত এক কালে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া আর এক রমণীরত্ন শুদ্ধ স্বরাজ্যে নহে, ভারতে এবং অন্যত্র তাঁহার অশেষ-সদ্‌গুণ-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছেন। ইনি আর কেহ নহেন—আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া। অব্যাহতরূপে ৬৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময়, তিনি এই মরজগৎ ত্যাগ করিয়া শান্তি-নিকেতনে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র "প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স" ইংলণ্ডের আইনানুসারে তাঁহার মাতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। মহারাণীর ইচ্ছানুসারে নবীন নরপতি "সপ্তম এডোয়ার্ড" নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

মহারাণীর স্বামী সহ ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগরের বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে অবস্থানকালে নবীন নরপতির জন্ম হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১০টা ৪৮ মিনিটে [illegible] ভূমিষ্ঠ [illegible]। প্রসবের পূর্বে মহারাণী [illegible] [illegible]ভূক্ত।

ছিলেন এবং তাঁহার স্বামী "প্রিন্স আলবার্ট" আশঙ্কা ও উদ্বেগে বড়ই ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্যানটারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজক, প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারিগণ প্রসবের পূর্ব্বেই রাজপ্রাসাদে সমবেত হইয়াছিলেন। ধাত্রী নবপ্রসূত রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া কক্ষান্তরে সমবেত রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট আগমন করেন। রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ব্রিটিশ সিংহাসনের ভবিষ্য অধিকারীর জন্মসংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

নব রাজকুমারের জন্য ধাত্রীর প্রয়োজন হইলে বহুসংখ্যক গণ্যমান্য-রমণী উক্তপদপ্রার্থিনী হয়েন, কিন্তু প্রাচীনা দাসী ব্রক ঐ পদে নিযুক্তা হইয়া নবরাজকুমারের লালনপালন করেন। ইনি এ জন্য ১০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নব রাজকুমারের বয়স যখন দুই দিন, তখন লর্ড মেয়র তাঁহার কর্ম্মচারিগণের সহিত উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। ঐ দিন বহুসংখ্যক বন্দী কারামুক্ত হয় এবং যে সকল বন্দীর কারাবাসাবস্থায় কোন অপরাধ পাওয়া যায় নাই, তাহাদিগের অবশিষ্ট দণ্ড মার্জ্জনা করা হয়। দীনদরিদ্রকেও বস্ত্র, অর্থ এবং আহার দান করিয়া পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল।

নব রাজকুমার "ডিউক অফ স্যাকসনি", "ডিউক অফ কর্ণোয়াল এবং রথ্‌সে", "আরল অফ ক্যারিক", "ব্যারণ রেণফ্রু", "লর্ড অফ আইলস", এবং "গ্র্যাণ্ড ষ্টিউয়ার্ড অফ স্কটলাণ্ড" প্রভৃতি উপাধিতে পূর্ব্বেই ভূষিত হইয়াছিলেন।

এবং "আরল অফ চেস্‌টার" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। "প্রিন্‌স অফ ওয়েলস্‌" উপাধি প্রাপ্তির সময় তাঁহার কটিদেশে কোমরবন্ধ এবং তরবারি, মস্তকে স্বর্ণমুকুট, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী এবং হস্তে স্বর্ণ-রাজদণ্ড শোভা পাইয়াছিল।

ক্রমে তাঁহার নামকরণোৎসবের বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি মঙ্গলবার এই মহোৎসব উইণ্ডসরের সেণ্ট জর্জ্জ চ্যাপলে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। ভজনালয় এবং রাজপথ এতদুপলক্ষে অতীব সুসজ্জিত হইয়াছিল। ক্যান্‌টারবেরি, লণ্ডন, ইয়র্ক প্রভৃতি স্থানের প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ এই উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রুসিয়ার নরপতি, ডিউক এবং ডচেস অফ ক্যামব্রিজ প্রভৃতি উৎসবে যোগদান করেন। প্রচলিতপ্রথানুসারে প্রুসিয়ার নরপতি নবজাত রাজকুমারের ধর্ম্মপিতা হইলেন। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিত রাজকুমারকে ক্যানটারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজকের হস্তে প্রদান করা হইলে, তিনি এবং সমবেত ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাকে "আলবার্ট এডোয়ার্ড" নাম প্রদান করেন। পিতা ও মাতামহের নামের সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত যথাক্রমে "আলবার্ট" ও "এডোয়ার্ড" এই দুই নামাংশ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। রাজ-কুমারকে জর্ডন নদীর আনীত জলে অবগাহিত করা হইয়াছিল। নামকরণোৎসব উপলক্ষে রাত্রিকালে সেণ্ট জর্জ্জ হলে এক বিরাট ভোজ হইয়াছিল। একটি পিষ্টক প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা অতীব বৃহৎ। এই মহোৎসবে ২০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩,০০০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এরূপ বিপুল

অনুমান করা যাইতে পারে। এই উৎসবের চিত্র উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।

যুবরাজের বয়স যখন এক মাস পঁচিশ দিন, তখন সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পায়। মহারাণীর একটি কক্ষের গবাক্ষ হইতে যুবরাজকে দেখান হয়। সমবেত দর্শকমণ্ডলী ও সৈনিক পুরুষদিগের আনন্দধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ কম্পিত হইয়াছিল।

আগষ্টমাসে জনৈক কাপ্তেন মহারাণীকে একটি ক্ষুদ্র ঘোটক উপহার প্রদান করেন। ঐ ঘোটকটি জাবা দেশ হইতে আনীত এবং ২৭ ইঞ্চমাত্র উচ্চ। উহার বয়স পাঁচ বৎসর হইলেও, এক হাতে উহাকে উত্তোলন করিতে পারা যাইত। মহারাণী এই ক্ষুদ্র ঘোটকটি যুবরাজকে প্রদান করেন। যুবরাজকে পিতামাতা আদর করিয়া 'বার্টি' সম্বোধন করিতেন।

বাল্যাবস্থা।

যুবরাজের বয়ঃক্রম যখন প্রায় আড়াই বৎসর, তখন রুষিয়ার সম্রাট্ নিকোলাসের সম্মানার্থ একটি সৈন্যসম্মিলনী হয়। যুবরাজ উহা দেখিবার জন্য উপস্থিত হন। এই বয়স হইতে

ঘোড়ার নাচ ইত্যাদি দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। প্রেমানুরাগ, জ্ঞানানুরাগ এবং ধর্ম্মানুরাগ যাহাতে যুবরাজের হৃদয়ে সমভাবে স্ফুরণ হয় তজ্জন্য তাঁহার পিতা যত্নের কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই।

যখন তাঁহার বয়স ৩ বৎসর তখন তিনি সাগরের নীল জল ও তরঙ্গমালা এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সন্দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনজন পার্ব্বতীয় বামন বাকিংহাম-রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিল। যুবরাজ তাহাদিগকে দেখিয়া এতই অধিক আনন্দিত হন যে, তাঁহার প্রিয় অলঙ্কার সুবর্ণের মালা তাহাদিগকে দিয়া ফেলেন। তাহারা কিন্তু এই বহুমূল্য অলঙ্কার গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সেই সময় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অলঙ্কার লইতে অনুমতি দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার পুত্র এইপ্রকার দয়া নিত্য করুক, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।" বামনসকল তখন নিঃসঙ্কোচচিত্তে অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া বিদায় হইল। আপনার প্রিয়বস্তু অপরকে দান করা বালকের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য নহে। যুবরাজের হৃদয় যথার্থই সরলতায় ও স্বার্থশূন্যতায় পরিপূর্ণ, তাই তিনি তাঁহার প্রিয় অলঙ্কার দান করিতে কিছুমাত্র ভাবিলেন না। যুবরাজের নিঃস্বার্থ দানশীলতার ইহা একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

যুবরাজ পিতামাতার সহিত অজ্‌বোর্ণ রাজপ্রাসাদ হইতে জার্ষি গমনকালে জাহাজে নাবিকের পরিচ্ছদ পরিধান করেন। জাহাজের নাবিক এবং কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সেই বেশ দেখিয়া

ঐ বর্ষে বার্ণার্ড নামক জনৈক শিল্পী যুবরাজের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত হয়েন। যুবরাজ বালবুদ্ধিসুলভ চঞ্চলতায় তাঁহাকে কর্দ্দমসিক্ত করিয়াছিলেন। মহারাণী এই সংবাদ পাইয়া যুবরাজকে তিরস্কার এবং বার্ণার্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত অনুমতি করেন। অধিকাংশ বালকের স্বভাব এই যে, নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়াও সহসা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সম্মত হয় না; কিন্তু যুবরাজ মাতার আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত তদ্দণ্ডে অতিশয় আনন্দ সহকারে নিজ বাহু উত্তোলন করিয়া বার্ণার্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বার্ণার্ড! আমি অন্যায় কাজ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার কর-মর্দ্দন কর। মা আমাকে একটি ছোট গাধা বলিয়াছেন।" এই ঘটনা, যুবরাজের হৃদয় সাধারণ বালক অপেক্ষা কত উচ্চ, তাহা প্রমাণ করিতেছে। মাতার আজ্ঞা পালন করিতে তিনি কত তৎপর, সে পরিচয় ইহাতে বিশেষরূপ পাওয়া যায়।

যুবরাজ যখন 'মিলফোর্ড হাবেন' নামক স্থানে অজ্‌বোর্ণ জাহাজে উঠিতেছিলেন, তখন জনৈক ওয়েলস্‌বাসী জনতার মধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। যুবরাজের সহিত কর-মর্দ্দন করিবার ইচ্ছা তাহার বড়ই প্রবল হইয়াছিল। লোকটি বলিয়া উঠিল, "যুবরাজ! একজন সামান্য ওয়েলস্‌বাসীর সহিত করমর্দ্দন করিতে আপনি কি অপমান বোধ করিবেন?" আত্ম-গরিমা যুবরাজের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই, বরং সরলতা পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজ করিতেছিল, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে যুবরাজ পিতামাতার সহিত "ভিক্টোরিয়া-এণ্ড-আলবার্ট" নামক জাহাজে সিলিদ্বীপ দর্শনে গমন করেন। ঐ যাত্রায় তিনি রথ্‌সে উপনীত হইলে রথ্‌সেবাসিগণ ক্ষুদ্র রাজকুমারকে দর্শন করিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ এবং জয়ধ্বনি করিয়াছিল। যুবরাজ রথ্‌সের ডিউক, সুতরাং তাঁহার এই সম্মানলাভ হইয়াছিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর যুবরাজ পিতামাতার সমভি-ব্যাহারে স্কটলণ্ড যাত্রা করেন। এই যাত্রায় তিনি কিছুদিনের জন্য ব্যালমোরাল দুর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে তিনি পিতামাতার সহিত আয়র্লণ্ডে গমন করেন এবং "আরল অফ ডবলিন" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৩০ এ অক্টোবর তারিখে লণ্ডনে কোল একৃসচেঞ্জ উন্মুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু হঠাৎ পানিবসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া স্বয়ং ঐ কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হন। তদনন্তর তিনি স্বামীকে ঐ কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। প্রিন্স আলবার্ট উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে যাইবার সময়ে যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। যুবরাজ এই প্রথম সাধারণের কার্য্যে যোগদান করিলেন।

যুবরাজ তাঁহার অষ্টম বর্ষ বয়সে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। রেভারেণ্ড হেনরি মিলড্রেড বার্চ তাঁহার শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা মে যুবরাজের পিতা হাইডপার্কে একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। নানা দিগ্দেশ হইতে

করিয়াছিল। এ রূপ প্রদর্শনী পূর্ব্বে আর হয় নাই। এই প্রদর্শনীর গল্প প্রত্যেক লোকের মুখে শুনা যাইত। অদ্যাবধি ইংলণ্ডের লোক এই প্রদর্শনীর বিষয় মনে করিয়া রাখিয়াছেন। যথার্থই ইহা প্রিন্স আলবার্টের এক অক্ষয়-কীর্ত্তি। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্যের সফলতার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেকোৎসব উপলক্ষে যে সমারোহ হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক সমারোহে এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছিল। যুবরাজ তাঁহার মাতার হস্ত ধারণ করিয়া ঐ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ঐ বর্ষে বার্চ সাহেবের স্থলে ফ্রেডরিক গিবস্ সাহেব যুবরাজের শিক্ষকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। যুবরাজ এই কালের মধ্যে ঘোটকারোহণ, কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়ামে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্যান্য ক্রীড়া করিতেও তিনি ভাল বাসিতেন, কিন্তু ঘোটকারোহণই তাঁহার সমধিক প্রিয় ব্যায়াম ছিল।

রাজোচিত উচ্চপদের গৌরবরক্ষার নিমিত্ত যুবরাজকে সাধারণ বালকগণের সঙ্গে খেলিতে বা মিশিতে অধিকার প্রদান করা হয় নাই; কিন্তু যখনই তিনি সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই সাধারণ বালকগণের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়াছেন। পিষ্টক এবং ফল প্রচুর পরিমাণে বালকদিগকে দান করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ পাইতেন। এ সকল সদ্গুণ সাধারণ বালকের মধ্যে অতি বিরল।

বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ হামজ্বরে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন। শরীর সুস্থ হইলে তিনি 'উইণ্ডসর' রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন এবং 'চবহাম' শিবিরে প্রতিনিয়ত গমন করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যগণের যুদ্ধকৌশল নিরীক্ষণ করিতেন।

আগষ্টমাসের শেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ডবলিন গমন এবং সেখানে শিল্পপ্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ তাঁহার মাতার সমভিব্যাহারে ডবলিন গমন করিয়াছিলেন।

পরবৎসর ইংলণ্ডের সহিত রুষিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তৎকালে পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভার সভ্যগণ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে সমবেত হইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। যুবরাজ সেই দিন (৩রা এপ্রেল) তাঁহার মাতার সহিত একত্রে প্রথম সিংহাসনে উপবেশন করেন। তদবধি তিনি তাঁহার মাতার সহিত সাধারণ ব্যাপারে প্রায়ই যোগদান করিতেন। মহারাণী যখন স্ফটিকরাজপ্রাসাদ উন্মুক্ত করেন এবং ক্রিমিয়া-প্রত্যাগত আহত সৈনিক পুরুষদিগকে পদক বিতরণ করেন, তখন যুবরাজ তাঁহার মাতার সহিত উপস্থিত ছিলেন। এই সকল ব্যাপারেই যে তিনি দিনক্ষেপণ করিতেন, তাহা নহে, অধ্যয়নবিষয়েও তাঁহার আলস্য বা অমনোযোগ ছিল না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর পিতৃস্বসা ডচেস অফ গ্লস্টারের

করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কথনও তিনি কোন সমাধির অয়োজন-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই। এই সময়ে মহারাণী হাইডপার্কে 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' উপাধি বিতরণ করেন এবং মাঞ্চেষ্টার প্রদর্শনী সন্দর্শনে গমন করেন। যুবরাজ তাঁহার মাতার সঙ্গে থাকিয়া ঐ সকল ক্রিয়ায় মাতার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার পর জেনারেল গ্রে, কর্ণেল পন্‌সন্‌বি, শিক্ষক গিবস, অন্যতম শিক্ষক রেভারেণ্ড তারবার এবং ডাক্তার আর-মষ্ট্রং প্রভৃতির সঙ্গে যুবরাজ জার্ম্মণ এবং সুইজারলণ্ড রাজ্য দর্শনে যাত্রা করেন। অক্টোবরমাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া তিনি তাঁহার নিয়মিত পাঠে মনোনিবেশ করেন। অধ্যাপক ফারাডে তাঁহাকে এই সময় বিজ্ঞানশাস্ত্রের শিক্ষা দেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি যুবরাজের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জর্ম্মণীর সম্রাটের সহিত বিবাহ হয় এবং তদুপলক্ষে 'বল'নাচ হইয়াছিল। যুবরাজ পূর্ব্বে কথনই নাচ দেখেন নাই, এইবার প্রথম দেখিলেন। 'বল'নাচসম্বন্ধীয় জ্ঞান যুবরাজ এইবার লাভ করেন।

যুবরাজ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১লা এপ্রেল উইণ্ডসরের রয়াল চ্যাপেলে কানটারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পরেই দক্ষিণ আয়র্লণ্ড ভ্রমণ করিয়া পশ্চাত্তে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হয়েন। এই সময় তিনি পাঠে এত মনোযোগ দেন যে, হোয়াইট-লজের বহির্ভাগে আসিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যাইত না। তিনি এই সময়ে একবার অক্স্‌বার্ণে গমন করিয়াছিলেন। জুনমাসে তিনি চারবার্গে

মৃগয়াসুখবিহারে বহির্গত হন এবং তাঁহার বন্দুকের গুলিতে একটি হরিণ আহত হয়। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তিনি মৃগয়া করেন নাই।

তাঁহার সপ্তদশ জন্মতিথিতে যুবরাজ একটি সৈন্যদলের কর্ণেলপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহাকে এই সময়ে "অর্ডার অফ দি গারটার" উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। শিক্ষক গিবস সেইদিন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কর্ণেল ক্রুস যুবরাজের অভিভাবক নিযুক্ত হন। প্রায় এই সময়ে স্পেন-দেশের রাজ্ঞী যুবরাজকে "অর্ডার অফ দি গোলডেন ফ্লিস" উপাধি প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি প্রুশিয়া রাজ্যে গমন করিলে, "অর্ডার অফ দি ব্ল্যাক ঈগল" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যুবরাজ ইতালিরাজ্য ভ্রমণ করেন এবং প্রত্যাগমনকালে জিব্রলটারে উপনীত হন। স্পেন এবং পর্ত্তুগাল রাজ্যেও তিনি গমন করিয়াছিলেন। জুন মাসে হাইড পার্কে ২০০০০ অবৈতনিক সৈন্যের সম্মিলনী হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া একখানি অনাবৃত শকটে অরোহণ করিয়া ঐ সম্মিলনী সন্দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। যুবরাজ এবং তাঁহার পিতা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঐ সঙ্গে গমন করিয়া মিচিলের শোভা সংবর্দ্ধন করেন।

এই বর্ষে যুবরাজ এডিনবরা নগরে প্রেরিত হন এবং 'হোলিরুড'রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিয়া পাঠে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করেন। ইতালি, জার্ম্মণি ও ফরাশী দেশীয় ভাষা এবং রসায়ন,

করিতে লাগিলেন। এডিনবরাতে তৎকালে ষোড়শ তীরন্দাজ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। যুবরাজ সেইখানে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন। এইপ্রকারে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করার পর, তিনি কিছুদিনের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিছুদিন বিশ্রামের পর অক্টোবরমাসে যুবরাজ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। হারবার্ট ফিসার সাহেব তখন তাঁহার শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুবরাজ ক্রাইষ্টকলেজে প্রবেশ করেন এবং বিশেষ মনঃ-সংযোগ সহকারে পাঠ করায় সুখ্যাতি এবং পুরস্কার লাভ করেন। অনেক বালক অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করেন, কিন্তু পরিশেষে দেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাঁহাদের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। ইহার মূল কারণ, তাঁহারা অধ্যয়নের নিমিত্ত মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করেন, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল ব্যায়ামের প্রয়োজন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন না। যুবরাজ পাঠে বিশেষ মনোযোগ করিয়াও স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত যেরূপ ব্যায়াম আবশ্যক সে বিষয়ে অবহেলা করেন নাই। তিনি ক্রিকেট খেলিতেন এবং নৌকার দাঁড় টানিতেন।

কথিত আছে, একদিন যুবরাজ ট্রিনিটি হইতে প্রত্যাগত হইবার সময় পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তিনি নিকটে একটি বৃদ্ধার পিষ্টকের দোকান দেখিতে পাইয়া সেইখানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বৃষ্টি কিছুতেই থামিল না তখন তিনি বৃদ্ধার নিকট হইতে একটি ছাতা চাহিলেন। বৃদ্ধা ঘর হইতে

প্রত্যর্পণ করিবেন স্বীকার করিয়া, তিনি দোকান ত্যাগ করিলেন এবং নিজ আবাসে উপনীত হইয়া তাঁহার জনৈক ভৃত্য দ্বারা ঐ ছাতাটি পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য ছাতাটি ফিরাইয়া দিবার সময় একটি গিনি বৃদ্ধাকে দিল এবং যুবরাজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। প্রথমতঃ যুবরাজের নাম শুনিয়া, তাহার পর ভৃত্যের সাজসজ্জা দেখিয়া, বৃদ্ধা বিস্মিতা হইল এবং বলিয়া উঠিল, "যদি জানিতাম, তিনি যুবরাজ, তাহা হইলে আমি কদাচ এই জীর্ণ ছাতা তাঁহাকে দিতাম না, নিশ্চয়ই আমার রেশমী ছাতাটি তাঁহাকে দিতাম।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই যুবরাজ "ব্যারণ রেণফ্রু" নাম ধারণ করিয়া "হিরো" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। তিনি যে যে স্থানে গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই অত্যন্ত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। মাউণ্ট ভার্ণন নামক স্থানে আমেরিকা রাজ্যের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠাতা ওয়াশিংটনের সমাধিস্থানে তিনি একটি বাদাম বৃক্ষ রোপণ করেন। তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করাই উহার কারণ। ১৫ই নবেম্বর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন। বালকগণের স্বভাব এই যে,তাহারা দেশবিদেশ ভ্রমণ করিতে পাইলে, পাঠে একেবারে মনোনিবেশ করে না, কিন্তু যুবরাজের সে স্বভাব ছিল না। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত দেশভ্রমণ যেমন আবশ্যক, অধ্যয়নও সেইরূপ প্রয়োজনীয়, যুবরাজ ইহা সম্যক্‌ রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কারণে স্বদেশে উপনীত হইয়া আবার অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং কিয়ৎকাল

ক্যাম্‌ব্রিজের ট্রিনিটিকলেজে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব অভ্যাস অনুসারে স্বীয় পাঠে মনোযোগী হন।

ক্যামব্রিজে অবস্থিতি করিবার সময় কলর-সারজেণ্ট হেজেল উড সাহেবের শিক্ষকতায় যুদ্ধবিদ্যায় যুবরাজ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত করাগ-শিবিরে তিনি ষট্‌ত্রিংশ- সৈন্য-দলভুক্ত হয়েন। সেপ্টেম্বরমাসে তিনি প্রুসিয়া দেশের যুদ্ধ কৌশল সন্দর্শনের নিমিত্ত জর্ম্মণ রাজ্যে গমন করেন। এই যাত্রা অতীব শুভকর হইয়াছিল, কারণ এই সময়েই তাঁহার সঙ্গে ডেণ মার্কের নরপতির কন্যা আলেকজণ্ড্রার শুভসন্দর্শন সংঘটিত হয়। জর্ম্মণী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের শুভবিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়।

অক্টোবরমাসে তিনি বারিষ্টার হয়েন এবং মিডেল টেম্পলের পুস্তকাগার উন্মুক্ত করেন। পরমাসের প্রথম দিনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "অর্ডার অফ দি ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া" উপাধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যুবরাজকে ঐ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। যুবরাজ যখন প্রত্যাগত হইয়া ক্যামব্রিজে অবস্থান করিতে থাকেন সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেখিতে আইসেন। প্রত্যাগমনকালে প্রিন্স আলবার্ট অসুস্থ হন এবং ক্রমে তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠে। যুবরাজের দ্বিতীয়া ভগিনী আলিস তাঁহাকে অনতিবিলম্বে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য তারযোগে সংবাদ দেন। যুবরাজ ঐ নিদারুণ সংবাদ পাইবামাত্র পিতার নিকট গমন করেন। ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিটের সময় তাঁহার পিতার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি যুবরাজ পুনর্ব্বার "ব্যারণ

ভ্রমণ করিয়া তিনি পালেষ্টাইনে উপনীত হন এবং জেরুজেলাম তীর্থ দর্শন করেন। এব্রাহিমের সমাধিমন্দিরও তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। মন্দিররক্ষক তাঁহাকে বলিয়াছিল "আমাকে বধ না করিয়া কোন নরপতি এ সমাধিমন্দির দর্শনাধিকারী হন নাই। কিন্তু কি বলিব, আপনি ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুতরাং আপনাকে আমাদের কিছুই অদেয় নাই।" প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি রোডস, স্মীর্ণা, মল্‌টা, কনষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। পিতৃবিয়োগের পর এত অল্পকালের মধ্যেই যুবরাজ কেন দেশভ্রমণে যাত্রা করিলেন? কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমোদ প্রমোদই তাঁহার দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহার মৃত পিতার আজ্ঞা পালনের জন্যই তিনি পালেষ্টাইন প্রভৃতি প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন।

স্বদেশে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া যুবরাজ প্রুসিয়া রাজ-প্রাসাদে উপনীত হয়েন এবং ক্রাউন প্রিন্স ও প্রিন্সেস সমভিব্যাহারে পুনরায় ইতালিদেশে গমন করেন।

যুবরাজের বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানার্জ্জন ও ভূয়োদর্শন এমন সুন্দর ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল যে, সৌভাগ্যশালী অল্প ব্যক্তির অদৃষ্টেই তাহা ঘটে। পিতামাতার গুণে সন্তান গুণবান্‌ হয়। সৌভাগ্য-ক্রমে যুবরাজের অদৃষ্টে যেরূপ পিতামাতা মিলিয়াছিল, তাহাও পৃথিবীতে অতি বিরল। সংসারে যে যে বিদ্যার প্রয়োজন, রাজ্যশাসনের নিমিত্ত যে যে শিক্ষার আবশ্যক, তাহা সমস্তই যুবরাজে পূর্ণভাবে বিরাজমান। এমন কি গোসেবা, গোদোহন, ক্ষীর, নবনীত ইত্যাদি প্রস্তুত করণ, পশুপালন, ভূমিকর্ষণ,

চেয়ার টেবিল ইত্যাদি গঠন প্রভৃতি শিক্ষাকে যুবরাজ উপেক্ষা করেন নাই। প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাকৃতিক তত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্ব তিনি সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। সুতরাং বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে রাজকুলে তাঁহার মত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় আছেন কিনা সন্দেহ।

লণ্ডনে "দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" নামক সংবাদপত্রে, যুবরাজের এক প্রাচীন বন্ধু এবং সুলেখক এফ কানলিফ ওউয়েন সাহেব, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার শিক্ষার কোনপ্রকার অভাব হয় নাই। তিনি বলেন যে, ইংরাজী, জর্ম্মণ এবং ফরাসী ভাষায় এমন কোন উত্তম পুস্তক নাই, যাহা যুবরাজ পাঠ করেন নাই, এবং এমন কোন গ্রন্থ সংবাদপত্রে সমালোচিত হয় নাই, যাহা তিনি মরালবরো বা সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে বসিয়া পূর্ব্বে আলোচনা করেন নাই। বহুসংখ্যক ফরাসী গ্রন্থকার তাঁহাদের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে যুবরাজের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অত্যন্ত আমোদপ্রিয় বলিয়া খ্যাত। কিন্তু তিনি যে এত অধিক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিয়া এম, গ্যামবেতা একদা ক্যানলিফ-ওউয়েন সাহেবের নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ওউয়েন সাহেব যুবরাজের অনুরোধক্রমে অনেক পুস্তক তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেন, ইহাও জানিতে পারা যায়। তাঁহার মতে যুবরাজ যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সৎশিক্ষাপ্রাপ্ত যে, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি সিংহাসনে অল্পই অধিরোহণ করিয়াছেন।

পিতৃ বিয়োগ।

যুবরাজের পিতা ক্যামব্রিজ হইতে প্রত্যাগমন কালে অসুস্থ হন। অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি ইটন কলেজের অবৈতনিক সৈন্যগণের সম্মিলনী সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ১ ডিসেম্বর তিনি উপাসনালয়ে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অতিশয় দুর্ব্বলতা সত্বেও জানু পাতিয়া ছিলেন। ক্রমে তাঁহার বলের হ্রাস হইতে লাগিল এবং তিনি চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। জ্বরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৮ তারিখে তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইল। সেই কক্ষে চতুর্থ উইলিয়ম এবং চতুর্থ জর্জ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। প্রিন্সের ইচ্ছানুসারে সেই কক্ষ মধ্যে একটি পিয়ানোবাদ্য সংস্থাপিত হয়; তাঁহার কন্যা আলিস উক্ত যন্ত্র সাহায্যে স্তোত্র গান করিলে তাঁহার চক্ষু বাস্পপূর্ণ হইয়াছিল। অসুস্থ অবস্থায় থাকিয়াও তিনি দুই হাত জোড় করিয়া সর্ব্বদা প্রার্থনাতে নিমগ্ন থাকিতেন। ১২ তারিখে তাঁহার জ্বর আরও প্রবল হইল এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইতে লাগিল। ১৩ তারিখে চিকিৎসকগণ মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে জানাইতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহার স্বামীর ব্যাধি কঠিন হইয়াছে। রীত্যানুসারে প্রিন্সকে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি কিন্তু গবাক্ষের দিকে নিরীক্ষণ

ভগিনী আলিস প্রেরিত সংবাদ যুবরাজ ক্যামব্রিজে প্রাপ্ত হইয়া কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া রুগ্ন পিতার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। রুগ্ন পিতার সেবা শুশ্রূষা করিবার বাসনা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই, ২৪ ঘণ্টা মধ্যে অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিটের সময় বিধাতা তাঁহাকে পিতৃসেবা হইতে বঞ্চিত করিলেন। এই দুর্ঘটনায় রাজপরিবার এবং জনসাধারণ সমধিক শোক সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই মহারাণীকে সন্তান সন্ততি সহ অন্য রাজপ্রাসাদে গমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইলে, তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গল কামনায় উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তিনি বিধবার বেশ পরিগ্রহ করিয়া বিনা আড়ম্বরে অসবোর্ণ রাজ-প্রাসাদে গমন করেন। অসবোর্ণ যাইবার কালে ফ্রগমোরে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার নিজের এবং স্বামীর দেহ সমাহিত করিবার স্থান নির্ণয় করেন।

২৩ ডিসেম্বর উইণ্ডসরের সেণ্ট জর্জ চ্যাপেলে প্রিন্স আল-বার্টের সমাধি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। যুবরাজ তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই সময় যুবরাজ এবং তাঁহার ভ্রাতা এতই শোকে অধীর হয়েন যে সমবেত দর্শক মণ্ডলী তাহাতে বিশেষ ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। বাষ্প গদগদকণ্ঠে যুবরাজ তাঁহার ভ্রাতাকে দুই চারিটি কথা বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। সমাধি ক্রিয়ার শেষভাগে কিন্তু যুবরাজ ও তাঁহার ভ্রাতা আরও অস্থির হইয়া মুখ আবৃত করিয়া অতিশয় রোদন করেন। মৃতদেহ সম্বলিত বাক্স কবরের নিম্নদেশে

এবং সহিষ্ণুতা ত্যাগ করিয়া পুনরায় মুখ আবৃত করিয়া অত্যন্ত রোদন করিয়াছিলেন। লর্ড চেম্বারলেন তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া গৃহে আনয়ন করেন। যুবরাজের শোক পূর্ণ মাত্রায় উৎপন্ন হইলেও তাঁহার সৎশিক্ষার গুণে তাহা তিনি সহ্য করিয়াছিলেন।

বিবাহ এবং পারিবারিক সুখ।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যুবরাজ প্রথম আসন গ্রহণ করেন। ১৯ তারিখে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে তাঁহার ৪০০০০ পাউণ্ড বার্ষিক ধার্য্য হয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার কর্ণওয়াল সম্পত্তির বার্ষিক আয় ৬০০০০ পাউণ্ড। এই সময়ে রাজকুমারী আলেকজণ্ড্রার সহিত তাঁহার পরিণয় স্থির হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হয় এবং এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জনসাধারণ অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন। এই বিবাহ সম্বন্ধ সংঘটিত হয় ইহা যুবরাজের পিতার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল।

ক্রমে শুভ বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। রাজকুমারী আলেকজাণ্ড্রাকে ইংলণ্ডে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত লণ্ডন সহরে [illegible]

ব্যয় করিলে সাজসজ্জা এবং সমারোহ কত উচ্চ রকম হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রাজ-কুমারী ৭ মার্চ গ্রেভসেণ্ডে উপনীত হইলেন এবং অন্যূন ১০০০০ লোক তাঁহাকে অতীব আহ্লাদ সহকারে এবং মহা সমারোহের সহিত সমাদর করেন। প্রত্যেক গৃহ পুষ্প এবং পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। রাত্রিকালে লণ্ডন সহর অলোক মালায় এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড এবং ওয়েল্‌সে সেই রজনীতে অনেক প্রকার আতসবাজি পুড়িয়াছিল।

উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে থাকিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার কন্যাগণসহ ভাবী পুত্রবধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং রাজকুমারী তথায় উপনীত হইলে তাঁহাকে মাতার ন্যায় আদর অভ্যর্থনা করেন।

১০ তারিখে সেণ্টজর্জ্জ চ্যাপেলে যুবরাজ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ক্যানটারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজক এই ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী অলঙ্কৃতা হইয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলে দর্শক মণ্ডলী তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া অতীব বিস্মিত হন। এই বিবাহের সময় তাঁহাদের পিতা ইহ জগতে বিদ্যমান নাই ভাবিয়া যুবরাজের ভগিনীগণ অন্তরাল হইতে রোদন করিয়াছিলেন, এই দৃশ্য এক অভিনবরূপ ধারণ করিয়াছিল। বিবাহের পর নবদম্পতি উইণ্ডসর দুর্গে উপনীত হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাদের সমাদরে গ্রহণ করেন।

বিবাহের পর নবদম্পতি স্থানান্তরে গমন করিয়া কিয়ৎকাল

...IAL ...BRARY

IMPERIAL
LIBRARY.

অতিবাহিত করেন, এই প্রথা ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে। এই প্রথানুসারে তাঁহারা অসবোর্ণ, বাকিংহাম, উইণ্ডসর এবং সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া কালক্রমে ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। বিবাহ উপলক্ষে যুবরাজপত্নী ৩০ লক্ষ টাকার উপঢৌকন নানাদিগদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লণ্ডনবাসী গণ তাঁহাকে দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের হীরার হার অর্পন করিয়াছিলেন।

বিবাহ উপলক্ষে লণ্ডন এবং অন্যান্য প্রধান সহরে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। ১০ তারিখে লণ্ডন সহর দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছিল, উহা দেখিবার জন্য এরূপ লোকের সমাগম হয় যে ৬ জন লোক মনুষ্যের পদতলে পড়িয়া মারা গিয়াছিল। যুবরাজ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত দুঃখিতান্তকরণে লর্ড মেয়রের নিকট এক সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণ করেন। যুববাজের পাণিগ্রহণ ক্রিয়ার চিত্র উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে অদ্যাপি সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। যুবরাজ যে প্রকার গুণবতী ও রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন সংসারে তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

যুবরাজের সন্তানভাগ্য অতি উত্তম। তিনি ৩ পুত্র এবং ৩ কন্যা লাভ করিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি যুবরাজের প্রথম পুত্র ফ্রগমোর রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। মার্চ মাসের পূর্ব্বে যুবরাজ পত্নীর সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া প্রসবের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আয়োজন কিছুই করা হয় নাই। যাহাহউক ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভাবী অধিকারীর জন্ম হইল বলিয়া সর্ব্বসাধারণ মহা আনন্দ প্রকাশ

করিয়াছিল। ১০ মার্চ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে নবকুমারের নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হয়। তাঁহাকে আলবার্ট ভিক্টর ক্রিস্চান এডোয়ার্ড নাম প্রদান করা হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এতদুপলক্ষে তাঁহার নবজাত পৌত্রকে এক অদ্ভুত উপঢৌকন প্রদান করেন। ইহা নবরাজকুমারের পিতামহ প্রিন্স আলবার্টের রৌপ্য নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি। ইহার নির্ম্মানকৌশল অতীব প্রশংসনীয়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র জর্জ্জ ফ্রেডরিক আরনেষ্ট আলবার্ট (ডিউক অফ ইয়র্ক) জন্ম গ্রহণ করেন। যুবরাজের প্রথম পুত্র আলবার্ট ভিকটরের অকাল মৃত্যু হওয়ায় এক্ষণে দ্বিতীয় পুত্রই ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভাবী অধিকারী।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি যুবরাজের প্রথমা কন্যা লুইস ভিক্‌টোরিয়া আলেকজণ্ড্রা ডগমার জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই ভিক্‌টোরিয়া আলেকজণ্ড্রা অলগা মেরি নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। পর বর্ষে যুবরাজের আর এক কন্যা জন্মে, ইহার নাম মড কারনট মেরি ভিকটোরিয়া। তাঁহার শেষ সন্তান ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৬ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরদিন সেটি মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহাঁর নাম ছিল আলেকজণ্ডার জন আলবার্ট।

যুবরাজ এবং রাজকুমারী আলেকজাণ্ড্রা পঞ্চবিংশতি বৎসর কাল দাম্পত্য সুখ উপভোগ করিয়াছেন এই নিমিত্ত ইংলণ্ডের প্রথা অনুসারে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ মার্চ্চ তাঁহাদের পরস্পর রৌপ্য বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে যুবরাজ নানা প্রকার

উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মারলবরো প্রাসাদে এ জন্য একটি বৃহৎ ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। মহারাণী ভিকটোরিয়া এবং রাজপরিবারভুক্ত সকলেই ঐ ভোজে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ জুলাই তারিখে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের ধর্ম্মমন্দিরে যুবরাজের কন্যা লুইসার সহিত ডিউক অফ ফাইফের শুভ পরিণয় হয়। মহারাণী ভিকটোরিয়া শুভ বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং যুবরাজ স্বয়ং তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করেন। পারিবারিক সুখের মধ্যে মনুষ্যের ইহা একটি প্রধান সুখ।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের প্রথম পুত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর ভারত এবং ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করেন। সর্ব্বত্র তিনি অতিশয় সমারোহের সহিত সমাদৃত হইয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহার অকাল মৃত্যুতে রাজপরিবার এবং প্রজাবৃন্দ শোকে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড আবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল এবং যুবরাজের প্রথম পুত্রের মৃত্যুজনিত শোক সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। জুলাই মাসের ৬ তারিখে যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র জর্জের সহিত টেকের রাজকুমারী মের শুভ পরিণয় হইল। সেণ্ট জেমস রাজপ্রাসাদের ধর্ম্মমন্দিরে এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে ডেনমার্কের রাজা ও রাণী, রুসিয়ার রাজকুমার এবং অন্যান্য অনেক মাননীয় ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সম্মানার্থে মহারাণী ভিকটোরিয়ার আদেশানুসারে রয়াল ইতালিয়ান অপেরা রঙ্গালয়ে "রোমিও এণ্ড জুলিয়েট"

অভিনয় হয়। বিবাহের মিছিল যে দিন রাজপথে বহির্গত হয় সে দিন লোকের সমাগম বড়ই অধিক হইয়াছিল। এই উপলক্ষে রাজ্যমধ্যে মহা উৎসব হইয়াছিল। রাজকুমারী মে বড়ই রূপবতী ও গুণবতী। ভবিষ্যতে ইনিই রাজ্ঞী হইবেন। যুবরাজের প্রথম পুত্রের সহিত ইহাঁর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ পৌত্রমুখ অবলোকন করেন। ২৩ জুন সাণ্ড্রিংহামে ঐ নবজাত রাজকুমারের নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হয় এবং ইনি প্রিন্স এডোয়ার্ড অফ্‌-ইয়র্ক নামে অভিহিত হন। কালে ইনিই ইংলণ্ডের নরপতি হইবেন। নব রাজকুমারের জন্মোপলক্ষে উৎসবের অভাব হয় নাই।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের কন্যা মড কারলটের সহিত ডেনমার্কের যুবরাজ চার্লসের বিবাহ হয়। বিবাহ হয় ২২ জুলাই কিন্তু বর জুলাইয়ের প্রথম ভাগে ইংলণ্ডে আগমন করেন। বিবাহ উপলক্ষে রাজকুমারী ন্যূনকল্পে ৬০০ উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে যে পিষ্টক প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ওজনে একমন পনের সের এবং উচ্চে চারি ফিট ছয় ইঞ্চ। ২০ জুলাই যুবরাজ রাজপরিবার পরিবৃত হইয়া বরকন্যা সহ "গীসা" অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত ডেলির রঙ্গালয়ে গমন করেন এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁহাদের বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের ধর্ম্মমন্দির শুভ পরিণয় উপলক্ষে অতিশয় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বিবাহের দিন মল নামক সুপ্রসিদ্ধ পথে অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল এবং

ছিলেন। বর এবং কন্যা ধর্ম্মমন্দিরে উপনীত হইলে ক্যানটারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজক দ্বারা উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজপুরুষ এবং রাজ পরিবারের বহুমূল্য পরিচ্ছদে ধর্ম্মমন্দির এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে নব পরিণীত দম্পতি যুবরাজের রাজশকটে আরোহণ করিয়া কনষ্টিটিউসন হিল, পিকাডিলি, সেণ্ট জেমস ষ্ট্রীট হইয়া মারলবরো রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। ঐ রাজপথগুলি অতিশয় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। নবদম্পতি দর্শনেচ্ছু লোক সমূহের জনতা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে বহুসংখ্যক মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা রমণীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। ঐ দিন একটি বিপুল ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রিকালে পথ সমূহ আলোকমালায় সুশোভিত হইয়াছিল এবং রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত রাস্তায় জনতা সমভাবে ছিল।

বর্ষের শেষ ভাগে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে যুবরাজের দ্বিতীয় পৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নাম আলবার্ট ফ্রেডরিক আরথার জর্জ।

জীবনাশঙ্কা।

যুবরাজ তাঁহার অষ্টম বর্ষে এক মহা বিপদ হইতে রক্ষা পান। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উইণ্ডসরপার্কে মৃগয়ার নিমিত্ত এক মহৎ আয়োজন হয়। যুবরাজ পিতার সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে গমন করেন। কর্ণেল গ্রের পশ্চাতে যাইবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন একটি পক্ষী বন্দুকের গুলি দ্বারা আহত হইয়া পড়িল। যেমন তিনি ঐ মৃত পক্ষী কুড়াইবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন, লাট ক্যানিংয়ের বন্দুকের গুলি তাঁহার শিরোদেশের উপর দিয়া কর্ণেলের মুখে লাগিল। যুবরাজ গুলি দ্বারা আহত হইয়াছেন এই ধারণায় সকলেই আতঙ্কে অস্থির হইয়া পড়িলেন কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাঁহাকে ঐ গুলি আহত করিতে পারিল না।

যুবরাজের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন আর একটি বিপদ হইতে তিনি উদ্ধার হয়েন। তিনি কোন এক হ্রদের তীরস্থিত উচ্চ পাহাড়ে আরোহণ করিতে ছিলেন, হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া ৭০ হাত নিম্নে গড়াইয়া পতিত হন। তাঁহার দেহ রক্তাক্ত হইয়াছিল মাত্র।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ আমেরিকা ভ্রমণ করেন। নিউইয়র্ক নগরে তাঁহার সম্মানের জন্য এক মহা নৃত্যের আয়োজন হয়। তিন সহস্র নরনারীর নৃত্যের ভরে গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া-

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হেইডেনবার্গ নগরে ভাবী পত্নীর সহিত যুবরাজ সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যে আসনে উপবেশন করেন তাহা ত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই একটি ঝাড় নিপতিত হইয়া উহা চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে অর্থাৎ প্রিন্স জর্জ্জের জন্মের কতিপয় দিবস পরে রাজপ্রাসাদে এক অগ্নিকাণ্ড হয়। উপর হইতে অগ্নি নির্ব্বাপনের চেষ্টা করিবার কালে যুবরাজের পদতলের ছাদ দগ্ধ হইয়া নিপতিত হওয়ায় তিনি স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতির সাহায্যে একটি লোহার কড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়েন। তদনন্তর অন্যান্য লোকে তাঁহাকে তদবস্থা হইতে উদ্ধার করে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের আর এক জীবনসংশয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। একদিন তিনি বেলজিয়ামের রাণী এবং অশ্বশালার অধ্যক্ষসহ ঘোটকারোহণে লণ্ডন সহরের রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। আর একটি ভদ্রলোক ঘোটকারোহণে বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলেন। তাঁহার ঘোটক এতই প্রবলবেগে আসিতেছিল যে তিনি নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও তাহাকে থামাইতে পারিলেন না। পরে ঐ ঘোটক সজোরে যুবরাজের ঘোটকের উপর আসিয়া পড়ায় যুবরাজের ঘোটক ভূমিশায়ী হইল। এই দুর্ঘটনা এত হঠাৎ সংঘটিত হইল যে পথের লোক সকল ইহাতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ভগবানের কৃপা যুবরাজের প্রতি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে সুতরাং তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পতিত ঘোটকের তলদেশ হইতে আপনাকে

গেলেন। কোন প্রকার দুর্ঘটনা বা বিষাদের চিহ্ন যুবরাজের বদনে পরিলক্ষিত হইল না।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ পত্নীসহ ইউরোপ ও আফ্রিকা পরিভ্রমণ করেন। প্যারিস নগরে উপনীত হইলে ফরাসী নরপতি তাঁহাদের জন্য এক মৃগয়ার আয়োজন করেন। যুবরাজ অশ্বপৃষ্ঠে বনপথে বিচরণ করিবার কালে একটি হরিণ তাঁহার অশ্বকে শৃঙ্গ আঘাত করিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপতিত করে। যুবরাজ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যান বটে কিন্তু গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন নাই।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে যুবরাজ আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পান। এ প্রকার কঠিন পীড়া আর পূর্ব্বে তাঁহার হয় নাই। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হাম জ্বর হইয়াছিল বটে কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার জীবনের আশঙ্কা হয় নাই। সে যাত্রায় তিনি অতি শীঘ্র সুস্থতা লাভ করিয়াছিলেন। এবার যুবরাজ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন। রাজ পরিবার এবং জনসাধারণ এজন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ৮ ডিসেম্বর পীড়া ভীষণ ভাব ধারণ করিল এবং যুবরাজের জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। মহারাণী ভিকটোরিয়া এবং রাজপরিবার সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে সমবেত হন। মহারাণীর ইচ্ছানুসারে প্রত্যেক ধর্ম্ম মন্দিরে ১০ তারিখে এবং তৎপরে যুবরাজের স্বাস্থ্য কামনায় উপাসনা হইয়াছিল। ১৪ তারিখের রাত্রি হইতে আশঙ্কাজনক উপসর্গগুলি ক্রমে বিদূরিত হইতে লাগিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ যুবরাজ ধীরে ধীরে সুস্থতা লাভ করিলেন। যুবরাজের অসুস্থতা নিবন্ধন সর্ব্বসাধারণ উৎকণ্ঠা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তজ্জন্য মহা-

একখানি হৃদয়গ্রাহী পত্র লেখেন। যুবরাজ রোগমুক্ত হওয়ার ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি সমগ্র সাম্রাজ্যে মহা উৎসব হইয়াছিল। মহারাণীর আদেশ অনুসারে এতদুপলক্ষে ইংলণ্ডের উপাসনা গৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছিল। যখন মহারাণী, যুবরাজ প্রভৃতি সেণ্টপল গির্জ্জায় গমন করেন তখন জনসাধারণ প্রাণ খুলিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছিল। যুবরাজ তাঁহার টুপি খুলিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গির্জ্জায় অনূ্যন ১৩০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং সে দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। মহারাণী তাঁহার দক্ষিণ হস্তে যুবরাজের এবং বাম হস্তে পুত্রবধুর হস্তধারণ করিয়া গির্জ্জায় প্রবেশ করেন। সেই রাত্রে লণ্ডন সহর দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। যে সময় যুবরাজ অসুস্থ হন সেই সময় তাঁহার ঘোড়ার সহিস ব্ল্যাগও জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্ল্যাগ সুস্থ হইতে পারে নাই। যুবরাজ সুস্থ হইয়া চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে কিছুদিনের জন্য বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ প্যালেষ্টাইন তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। একদা তিনি মরুসাগরে স্নান করিতে যান। জলে নামিবা মাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া যায় এবং জলের মধ্যেই তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। একজন ভৃত্য তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ জলমগ্ন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি যে নৌকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন হঠাৎ আর একখানি নৌকা তাহার উপর আসিয়া পড়ায় উহা জল নিমগ্ন হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যুবরাজ জগতের প্রসিদ্ধ ধন-কুবের রথচাইল্ডের ভবনে গমন করেন। উপরে উঠিবার সময় তিনি সোপানাবলী হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান। তাঁহার মালইচাকি * ঐ জন্য বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় বহুদিন যাবৎ তাঁহাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেল্স নগরের রেলওয়ে ষ্টেসনে আসন্ন মৃত্যু হইতে তিনি রক্ষা পান। সিপিডো নামক জনৈক বালক উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ গুলি তাঁহাকে আঘাত করিতে পারে নাই।

শোক।

পিতা মাতার মৃত্যুজনিত শোক ব্যতীত যুবরাজ ভ্রাতৃশোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮ মার্চ তাঁহার ভ্রাতা "ডিউক অফ আলবাণী" ফরাশী দেশে মানবলীলা সংবরণ করেন। যুবরাজ স্বয়ং গমন করিয়া ভ্রাতার মৃতদেহ ইংলণ্ডে আনয়ন করেন এবং ৫ এপ্রেল তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন

---

* হাঁটুর সন্ধিস্থলের উপর যে একখানি চাক্তি আছে তাহাকে মালই-চাকি বলে।

করেন। ১৯০০খৃষ্টাব্দের ৩১ জুলাই তাঁহার মধ্যমভ্রাতা "ডিউক অফ এডিনবরার" অকালমৃত্যু ঘটে। যুবরাজ তাঁহার সংশিক্ষা গুণে শোকভার নীরবে বহন করিয়াছেন।

১৮৭৮খৃষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর তাঁহার ভগিনী আলিস মড মেরি অকালে দেহ ত্যাগ করায় যুবরাজ কম শোক প্রাপ্ত হন নাই। বড় ভগিনীপতি জর্ম্মণীর সম্রাটের মৃত্যুতে যুবরাজ যে প্রকার শোক সন্তপ্ত হইয়াছিলেন কনিষ্ঠ ভগিনীপতি "প্রিন্স হেনরি অফ ব্যাটেনবার্গের" অকাল মৃত্যুতে ততোধিক শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠা ভগিনীকে বৈধব্যাবস্থায় নিপতিত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। যুবরাজ হেনরি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি "বলণ্ড" নামক জাহাজে পরলোক গমন করেন এবং এই শোক সংবাদ যুবরাজ সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিবার কালে প্রাপ্ত হয়েন। যে জাহাজে মৃতদেহ আনীত হইয়াছিল তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিবার নিমিত্ত যুবরাজ ট্রিনিটি বন্দরে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রিন্স হেনরির সমাধি ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রথম পুত্র "প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের মৃত্যুতে যুবরাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোক সন্তপ্ত হয়েন। যুবরাজের পত্নী এতই শোকাতুরা হইয়াছিলেন যে তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয়কে সান্ত্বনা প্রদান করিতে তাঁহার অধিক দিনের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রিন্স ইনফ্লুএঞ্জা ও নিউমোনিয়া রোগ ৪ দিন মাত্র ভোগ করিয়া সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি কলেবর ত্যাগ করেন। এই দুর্ঘটনায় জগতের লোক শোকাকুল হইয়াছিল। রাজপরিবারের শোক অতিশয়

গভীর হইয়াছিল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে শোক প্রকাশক পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া যুবরাজ বড়ই করুণার সহিত তাহার উত্তর লিখিয়াছিলেন। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী শোক সন্তপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল গৃহের বহির্ভাগে আগমন করিতে সক্ষম হন নাই। অধিক দিন এ ভাবে অতিবাহিত করা কিন্তু যুবরাজের পক্ষে ঘটে নাই কারণ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ভাবী রাজ্যাধিকারী বিধায় অনেক প্রকার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া সেই সময় প্রিন্স জর্জ্জকে "ডিউক অফ ইয়র্ক" "আরল অফ ইনভারনেস" এবং "ব্যারণ কিলারণে" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। যুবরাজ তাঁহাকে লর্ড সভায় বসাইলেন। প্রিন্স আলবার্ট ভিকটরের সহিত রাজকুমারী মের বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় এক মাস মধ্যে প্রিন্সের জীবনলীলা শেষ হয়। প্রিন্স ভারতে আগমন করায় সর্ব্বসাধারণে তাঁহার দর্শন পাইয়া চক্ষুর সার্থকতা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ভারতবাসী অধিক শোকাকুল হইয়াছিল। কিন্তু যুবরাজ এই সকল শোক বীরের ন্যায় সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার উচ্চ শিক্ষাই এই সহিষ্ণুতার নিদান।

ভারত ভ্রমণ।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১০ অকটোবর যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমনের নিমিত্ত "সেরাপিস" নামক জাহাজে আরোহণ করেন। ঐ জাহাজখানি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। যুবরাজকে সমাদর করিবার জন্য ভারতের কি ধনী কি নির্ধন সকলে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত অভ্যর্থনার কোন প্রকার ত্রুটী করেন নাই। যুবরাজের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে এই সকল আয়োজন আরব্ধ হইয়াছিল। প্রজাগণের উৎসাহের সীমা ছিল না। প্রায় ৬।৭ মাসকাল যুবরাজ-প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কথা নর নারীগণের মুখে শুনা যায় নাই। রাজভক্তি ভারতের এক ধর্ম্ম সুতরাং ভারতবাসী ভাবী নরপতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে কিছু-মাত্র ত্রুটী করেন নাই। যুবরাজ বোম্বাই, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, বরদা ঢোলপুর, যোধপুর জয়পুর, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করেন। ভারতের মধ্যে দর্শনোপযুক্ত স্থান প্রায় সমুদায় দেখিয়াছেন। যুবরাজের অভ্যর্থনা সর্ব্বত্র পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল। রাস্তা, ঘাট, গৃহ, দোকান এমন কি দরিদ্রের কুটীরও সাজসজ্জায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। রাত্রিকালে গৃহাদি আলোকমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। নানা প্রকার আতশবাজি পোড়ান হইয়াছিল

কৌতুক হইয়াছিল। যুবরাজ যে যে স্থানে গমন করিয়াছেন সেই সেই স্থানে কি দরিদ্র কি নরপতি সকলেই তাঁহাকে দর্শনোদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুদূর পল্লীগ্রাম হইতেও কতশত লোক পথঘটিত ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া ভাবী নরপতি দর্শনে চরিতার্থ হইবে আশায় কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। রাজদর্শন ভারতবাসীর পক্ষে মহা পুণ্য সুতরাং তাঁহারা যুবরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন। যুবরাজ যখন কলিকাতায় আগমন করেন তখন কলিকাতাবাসীর উৎসাহের সীমা ছিল না। কলিকাতা বিদেশী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং বাড়ী ভাড়া পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। কলিকাতার বাড়ীর ভাড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। কত ধনী বাটীর অভাববশতঃ কুটীরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আহার্য্য দ্রব্য অতিশয় মহার্ঘ হইয়াছিল।

ভারতের রাজা মহারাজাগণ যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমাদরের নিমিত্ত বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কাশ্মীরাধিপতির ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল কারণ তাঁহাকে ১৫ ক্রোশ ব্যাপী একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া যুবরাজকে তাঁহার রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। রাজা মহারাজাগণ যুবরাজকে নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করেন। এই সকল দ্রব্যের মূল্যের সমষ্টি করিলে ৭৫ লক্ষ টাকা হইবে। যুবরাজ প্রায় ৫০০ জন্তু উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া

নরপতি যুবরাজকে একখানি রত্নখচিত তরবারি উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন, উহার মূল্য ১৮০০০০ টাকা। ঐ তরবারিতে যে সকল কথা খোদিত হইয়াছিল তাহা অতি বিস্ময়কর। "যুবরাজ ইচ্ছা করিলে ইহার দ্বারা উপহার দাতার গলদেশে আঘাত করিতে পারেন" এই মর্ম্মোদ্যোতক অক্ষর খোদিত হইয়াছিল। যুবরাজ জয়পুর এবং নেপাল রাজ্যে মৃগয়া সুখ উপভোগ করেন। তিনি বরোদা রাজ্যে উপনীত হইয়া একটি বিশাল হস্তী পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। সিংহলে এবং মান্দ্রাজে গমন করিয়া তিনি হস্তী শিকার করেন এবং তাঁহার সম্মানার্থে কলম্বোতে সমুদ্রের তরঙ্গমালা দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজে একটি বন্য হস্তী তিনি বধ করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যুবরাজ স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। ভারত ভ্রমণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্ট মহা সভা ১৫০০০০০ টাকা ধার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতীয় প্রজাগণের রাজভক্তির বিষয় বিজ্ঞাপন করেন। মহারাণী পুত্র মুখে ভারতের রাজভক্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করেন। যুবরাজের স্বদেশ প্রত্যাগমন উপলক্ষে লণ্ডনেও বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল। যুবরাজ ভারতীয় প্রজাগণের রাজভক্তি দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

স্বদেশহিতৈষিতা এবং বিবিধ কার্য্য।

যুবরাজের পিতা কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার যত্নে লণ্ডনে এক মহতী প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পিতার এই সদ্‌গুণ যুবরাজ পূর্ণভাবে লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির নিমিত্ত যাহাতে প্রদর্শনী ইত্যাদির সংঘটন হয় তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শুনিতে পাইলেন দক্ষিণ লণ্ডনে কর্ম্মজীবীগণের যত্নে একটি প্রদর্শনী সংস্থাপিত হইয়াছে কিন্তু সাধারণের সহানুভূতির অভাবে উহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে। তিনি তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোন প্রকার সংবাদ না দিয়া বৃষ্টির মধ্যে আর্দ্র বস্ত্রে সেই প্রদর্শনীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ যুবরাজকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। যুবরাজের এই আগমন সংবাদ ক্রমে সহরের মধ্যে যতই প্রচারিত হইতে লাগিল প্রদর্শনীতে লোক সমাগম ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রদর্শনী এজন্য অতীব সমৃদ্ধি সম্পন্না হইয়াছিল।

৯ মে যুবরাজ তাঁহার মাতার প্রতিনিধি স্বরূপে উপস্থিত হইয়া ডবলিন অন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। যুবরাজের হৃদয় প্রজার কল্যাণের জন্য কত ব্যগ্র ইহাতে তাহার পরিচয়

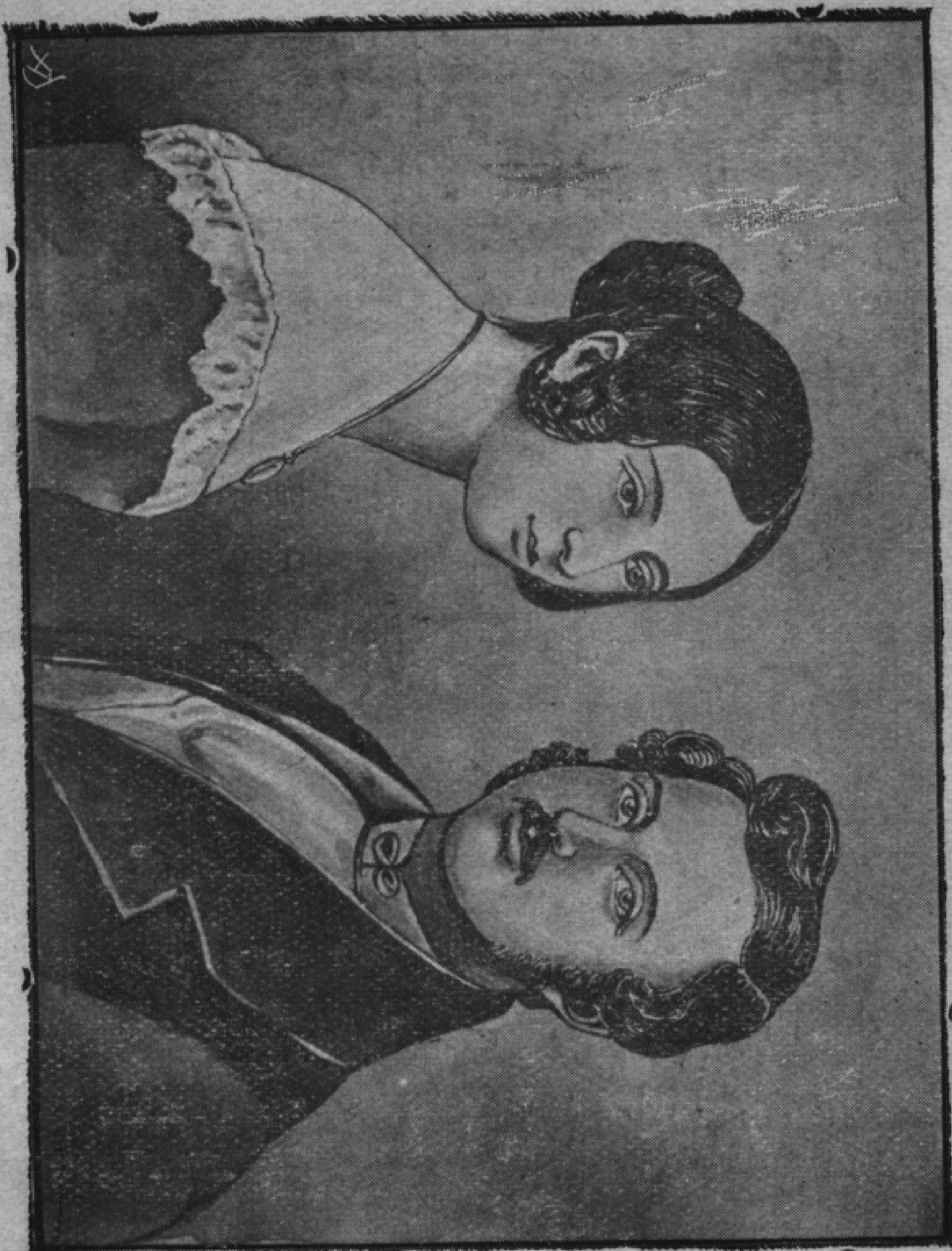

IMPERIAL
LIBRARY.

স্বামীর পরলোক গমনের পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি মহারাণী প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট উন্মুক্ত করেন। প্রত্যেক সভ্য সস্ত্রীক বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় লর্ড মহাসভা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক উপাসনা কার্য্য সমাধা হইলে যুবরাজ সস্ত্রীক তথায় উপস্থিত হন এবং সমবেত সভ্যগণ ও রাজদূতগণ স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের সমাদর করেন। সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী আসনে যুবরাজপত্নী উপবেশন করেন। নবেম্বর মাসে রুসিয়াধিপতির পুত্রের সহিত ডেনমার্কের রাজকুমারীর বিবাহ হয়। এতদুপলক্ষে যুবরাজ সস্ত্রীক রুসিয়া গমন করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অফ এডিনবরাকে সঙ্গে লইয়া প্যারিসের অন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন। ২০ মে তিনি আলবার্টহলের ভিত্তি স্থাপন উৎসবে যোগদান করেন। কেনসিংটন গোরে এই ভিত্তি স্থাপন উৎসব হয় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ হলের ভিত্তি স্থাপন করেন। মহারাণী উপস্থিত হইলে যুবরাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং একটি পুষ্পগুচ্ছ তাঁহাকে প্রদান করেন। যুবরাজ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে মহারাণী তাহার সদুত্তর দিয়াছিলেন। প্রিন্স আলবার্ট তাঁহার জীবদ্দশায় কেনসিংটন গোরে বিজ্ঞান ও শিল্প চর্চ্চার উন্নতির নিমিত্ত একটি হল প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আজ সেই হলের ভিত্তি স্থাপন হইল।

এবং "অর্ডার অফ সেণ্ট পেট্রিক" উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েন। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সেই সময়ে এল, এল, ডি উপাধিও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ষের শেষভাগে তিনি সস্ত্রীক ফরাসী, ডেনিস, সুইডিস, জর্ম্মন, অষ্ট্রীয়ান, মিশর এবং তুরস্কদেশ ৬ মাস কাল ভ্রমণ করেন। মিশরের শাসনকর্ত্তা যুবরাজ এবং তাঁহার পত্নীকে অতীব সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যে প্রাসাদে তাঁহারা বাস করেন তাহা অতি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। তাঁহার তথায় রজত পালঙ্কে শয়ন করিতেন, সুবর্ণ পাত্রে ভোজন করিতেন এবং সুবর্ণ আসনে উপবেশন করিতেন। তুরস্কের সুলতানও তাঁহাদের সমাদরের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের পরিচর্য্যার নিমিত্ত দুইশত দাসী এবং দেহ রক্ষার জন্য সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অবশেষে জাঁকজমক পরিত্যাগ করিয়া একদিন পদব্রজে গোপনে এক হাঁটু ধুলার মধ্য দিয়া সহরের নানা স্থান দর্শন করেন। সুলতান একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করেন এবং স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিয়া তাঁহাদের আপ্যায়িত করেন। সুলতান ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে আর ভোজন করেন নাই। এই বর্ষে যুবরাজ ফ্রিমেসন সম্প্রদায় ভুক্ত হন। নরওয়ের নরপতি তাঁহাকে উক্ত সম্প্রদায়ে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহারাণী বার্লিংটন গার্ডেনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৃহ উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ সস্ত্রীক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা নিবাসী স্বর্গীয়

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৯ মার্চ মহারাণী ভিক্টোরিয়া, রাজপরিবার, রাজকর্ম্মচারী এবং প্রায় ৮০০০ সমবেত লোকের সমক্ষে রয়াল আলবার্ট হল উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে মহারাণী তাহার উত্তর প্রদান করেন। এই হল নির্ম্মাণ করিতে ২০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। এত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া পূর্ব্বে আর কোন গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই সুতরাং ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার বলিতে হইবে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের যুবরাজ রেলওয়ে বেনেভোলেণ্ট সোসাইটির ভোজে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভিয়ানা প্রদর্শনী দেখিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। এই বর্ষে তিনি "নাইট টেম্পলার অফ সেণ্ট জন" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অফ এডিনবরার বিবাহ উপলক্ষে রুসিয়া গমন করেন। পর বর্ষে তিনি ফ্রি মেসন সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

যুবরাজ নরউইচে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত ৩৫০০০ পাউণ্ড চাঁদা সংগ্রহ করেন। তিনি এই প্রকার কত জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পুনরায় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা উন্মুক্ত করেন। হাউস অফ পিয়ার্স সে দিন যুবরাজ রাজপরিবার এবং পিয়ারগণের উজ্জ্বল বহুমূল্য পরিচ্ছদে এক বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহারাণী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র যুবরাজ তাঁহার "রাজআসন" ত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতার হস্ত উত্তোলন করিয়া চুম্বন করেন। ইহাও মাতৃভক্তির পরি-

অফ ফিজিয়ান এণ্ড সার্জ্জনের পরীক্ষা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। যুবরাজ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

৪ মে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া দক্ষিণ কেনসিংটনে ঔপনিবেশিক এবং ভারতীয় প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ তাঁহাকে রয়াল আলবার্ট হলে অভ্যর্থনা করেন। মহারাণী সিংহাসনে উপবেশন করিলে ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত জাতীয় সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। যুবরাজের ইচ্ছানুসারে রাজকবি একটী কবিতা রচনা করেন এবং মাডাম আলবানি সেইটী গান করেন। মহারাণী গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হন এবং করতালি প্রদান করেন। যুবরাজ তদনন্তর অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। মহারাণী প্রত্যুত্তরে যুবরাজের বিশেষ প্রশংসাবাদ করেন, কারণ তাঁহার উদ্যমে ও কর্তৃত্বে এই প্রদর্শনী সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যুবরাজ স্বদেশের হিতকামনায় কত ব্যগ্র। তাঁহার রুচির পরিচয় ও ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডবাসী হইয়া বিজাতীয় সংস্কৃত ভাষাকে আদর করা তাঁহার সুশিক্ষার ফল তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ বর্ষ রাজত্ব পূর্ণ হয়। ২১ জুন এজন্য জুবিলি উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। মহারাণীর বিস্তৃত রাজ্যের সর্ব্বত্র এই উপলক্ষে মহা আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। যুবরাজ এই উৎসবে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ২ জুলাই জুবিলি উপলক্ষে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে ২৪০০০ অবৈতনিক সৈন্যের সম্মিলনী হইয়াছিল। যুবরাজ তাঁহার সৈন্যদলসহ তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

৪ জুলাই মহারাণী দক্ষিণ কেনসিংটনে ইম্পিরিয়ল ইনষ্টি-টিউটের ভিত্তি স্থাপন করেন। যুবরাজ ইহার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। মহারাণী বক্তৃতার সময় তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৮ এপ্রেল যুবরাজ বার্লিটন গার্ডেনে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে মহারাণীর একটি মূর্ত্তি উন্মুক্ত করেন। জুবিলি উপলক্ষে এই মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিখ্যাত শিল্পি বোহেম সাহেব এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। মাসের শেষ ভাগে তিনি তামস নদীর বাঁধের উপরিস্থিত ফিজিসিয়ান এবং সার্জ্জনের রয়াল কলেজে মহারাণীর পূর্ণায়তন এক মূর্ত্তি উন্মুক্ত করেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের প্রথম পুত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর ভারত এবং ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করিতে আসেন। সর্ব্বত্র তিনি অতিশয় সমারোহের সহিত সমাদৃত হওয়ায় যুবরাজ অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতবাসী মহারাণীর পৌত্রকে যথা-সাধ্য সমাদর করিয়া চিররাজভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অধিক দিন তিনি জীবিত ছিলেন না।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ মে মহারাণী কেনসিংটনে ইম্পিরিয়ল ইনষ্টিটিউট মহা সমারোহে উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে মহারাণী তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। যুবরাজের যত্নে এই ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্টিত হয়। ২৮ জুন কেনসিংটন গার্ডেনে মহারাণীর প্রতিমা উন্মুক্ত করিবার সময় যুবরাজ সস্ত্রীক মহারাণীর সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন।

মাতার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া যুবরাজ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রয়াল কলেজ অফ মিউজিক্ গৃহ উন্মুক্ত করেন এই গৃহ নির্ম্মানের সমুদায় ব্যয়ভার লিডস্ নিবাসী স্যামসন ফক্স্ সাহেব বহন করেন। ৪৫০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া ঐ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নূতন একটি শিখর সেতু ১২৫০০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহার উন্মোচনেরও যুবরাজ তাঁহার মাতার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহারাণীর সহিত সন্মিলিত হইয়া তিনি রাজকীয় এবং জন-হিতকর ক্রিয়া ও উৎসবে সর্ব্বদাই যোগদান করিতেন। মহারাণী স্বয়ং যাইতে অক্ষম হইলে অনেক সময়ে যুবরাজকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিতেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে "অর্ডার অফ দি গ্রাণ্ড ক্রশ অফ ভিক্টোরিয়া" উপাধি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বর্ষে যুবরাজ নব উপাধিতে ভূষিত হইলেন। তিনি ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলার পদ গ্রহণ করিয়া মহামতি গ্লাডষ্টোন, লার্ট হারসেন, আরল স্পেন্সার, প্রিন্সেস অফ ওয়েলস্ প্রভৃতিকে সম্মানসূচক উপাধি বিতরণ করেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষষ্ঠি বৎসর রাজত্ব পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে হীরক জুবিলি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। ভারত হইতে কতিপয় নরপতি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া উক্ত উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন। বৃটিস সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানে আনন্দ এবং উৎসব দৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতে আনন্দের সীমা ছিল না। যুবরাজ জুবিলি উৎসবে কায়মনে যোগ দান করিয়াছিলেন।

যুবরাজের ভৃত্যবৎসলতার এক সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বহুদিন যাবত থারষ্টন নাম্নী এক ধাত্রী এবং গৃহকর্ত্রী রাজসংসারে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যুবরাজ তাঁহার সমাধির সময় পুষ্পরাজি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আতিথ্য সৎকার যুবরাজের আর একটি সদ্‌গুণ। এমন কোন বিখ্যাত ব্যক্তি নাই যিনি যুবরাজের আতিথ্য স্বীকার করেন নাই। সকলেই যুবরাজ এবং তাঁহার ভার্য্যার যত্ন এবং অমায়িকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অকৃত্রিম দয়াগুণের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। একদিন যুবরাজ রাজপথে পদব্রজে বেড়াইতেছিলেন। রাজপথ এত জনাকীর্ণ এবং গাড়ী ঘোড়ায় পরিপূর্ণ যে একটি অন্ধ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও রাস্তার পরপারে যাইতে পারিল না। তিনি ইহা দেখিলেন এবং কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া অন্ধের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে রাস্তা পার করাইয়া দিলেন। পুলিস প্রহরী বা অন্য লোকের দ্বারা এ কার্য্যটি নিষ্পন্ন করাইতে অনায়াসে তিনি পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া স্বয়ং এই কার্য্যটি সম্পাদন করিলেন।

যুবরাজ কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আকর। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে হীরো নামক জাহাজ তুফানে পড়িয়া উপযুক্ত সময় মধ্যে ইংলণ্ডে পহুঁছিতে পারিল না। আহার্য্য দ্রব্যাদি নিঃশেষিত হওয়ায় যুবরাজ সম্পূর্ণ অনভ্যাস সত্বেও স্বীয় পদগৌরবের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া অনায়াসে লোনা মৎস্য এবং মাংস আহার করিয়া দিন যাপন করিয়াছিলেন।

যুবরাজের গুরুভক্তির সুন্দর এক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক বার্চ সাহেব পদত্যাগ করিলে যথার্থই তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। কতকগুলি মূল্যবান উপঢৌকনের সহিত একখানি পত্র তিনি বার্চ সাহেবের বালিসের উপর সংস্থাপন করেন। ঐ পত্রখানি বড়ই ভক্তিপূর্ণ; বার্চ সাহেবের হৃদয় ঐ পত্র পাঠ করিয়া বিগলিত হইয়াছিল।

মাতৃ বিয়োগ।

মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতে মহারাণীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ক্ষুধা এবং শক্তির হ্রাস হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে তিনি অসবোর্ণ রাজপ্রাসাদে গমন করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। রাজপরিবার এজন্য অসবোর্ণে আহুত হন। যুবরাজ তারযোগে তাঁহার মাতার অসুস্থতা সংবাদ জর্ম্মণীর সম্রাটকে জ্ঞাপন করেন। জর্ম্মান্ সম্রাট ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া মাতামহীর রোগ শয্যার পার্শ্বে আগমন করেন। ক্রমে মহারাণীর ক্ষুধা

প্রচারিত হইলে তাঁহার রোগ মুক্তির নিমিত্ত সর্ব্বত্র উপাসনা হইতে লাগিল কিন্তু ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় তাঁহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া শান্তি নিকেতনে গমন করিল।

যুবরাজ লণ্ডনের লর্ড মেয়রকে তৎক্ষণাৎ তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই "তাঁহার প্রিয় মাতৃদেবী মহারাণী ভিক্টোরিয়া সন্তান সন্ততি পরিবেষ্টিত হইয়া সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় স্থিরভাবে ইহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন।" এই ভীষণ শোকাবহ সংবাদ লর্ড মেয়র অত্যন্ত দুঃখের সহিত অনাবৃত মস্তকে সমবেত জনসাধারণকে জ্ঞাপন করেন। ক্ষণকাল মধ্যে ধর্ম্মালয়ের ঘণ্টা নিনাদ করিতে করিতে শোক সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল। রঙ্গালয় এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। রাস্তা, ঘাট, গৃহ, সমুদায় শোক চিহ্ন ধারণ করিল। ক্রমে এই নিদারুণ সংবাদ জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং অদ্যাপি জগতের লোক মহারাণীর মৃত্যুতে শোকাকুল রহিয়াছে। রাশি রাশি শোক প্রকাশক পত্র এবং তারের সংবাদ পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক স্থান হইতে যুবরাজের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং তিনি সকলকেই তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়া উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

রাজোচিত সম্মানের সহিত মহারাণীর মৃতদেহ আলবার্টা নামক জাহাজে অসবোর্ণ হইতে আনীত হইয়া মহাসমারোহে ২ ফেব্রুয়ারি উইণ্ডসরে সমাহিত হয়। সমাধির সময় জর্ম্মণীর সম্রাট্, পর্ত্তুগাল ও বেলজিয়মের নরপতি এবং আরও অনেক রাজকুমার উপস্থিত ছিলেন। স্বামীর সমাধি স্থানের পার্শ্বে

মহারাণীর দেহ সমাহিত হইয়াছে। মহারাণী এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। যুবরাজের (নরপতির) আদেশ অনুসারে ঐ দিন শোকের দিন বলিয়া স্থির হয়। ঐ দিন শুদ্ধ স্বরাজ্যে নহে অন্যান্য জনপদেও শোকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অনেকানেক স্থানে দোকান পসার, আপিস ইত্যাদি সে দিন বন্ধ হইয়াছিল। আমোদ প্রমোদ হইতে সকলেই ঐ দিন বিরত হইয়াছিল। কত কত স্থানে মহারাণীর আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত দেবালয়, গীর্জ্জা ও মসজিদে প্রার্থনা হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে সে দিন ময়দানে এক বিরাট সভা হইয়াছিল এবং সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিল। সংবাদ পত্র কৃষ্ণবর্ণের রেখার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া শোক সংবাদ প্রচার করিয়াছিল। কলিকাতার খ্যাত নামা ইংরাজি সংবাদপত্র ষ্টেটসম্যানে মহারাণীর মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হয়। ঐ সংবাদপত্র পাঠ করিবার নিমিত্ত কলিকাতাবাসী সেদিন উৎসুক হইয়াছিল। অদ্যাপি সকল শ্রেণীর লোক শোক চিহ্ন স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণের ফিতা বাম হস্তে ধারণ করিতেছেন।

সিংহাসন অধিরোহণ।

মহারাণীর মৃত্যুর পর দিন যুবরাজ লণ্ডনের মারলবরো রাজপ্রাসাদে উপনীত হয়েন এবং দেহরক্ষকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সেণ্ট জেমস রাজপ্রাসাদে গমন করেন। এখানে প্রধান রাজমন্ত্রীগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী লার্ট সলেসবেরি কর্ত্তৃক যুবরাজ নরপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। অন্যান্য মন্ত্রীগণ শপথ গ্রহণ করিয়া তখন নরপতির হস্ত চুম্বন করিলেন। নবীন নরপতি মন্ত্রীগণ সমক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম এই যে "তিনি তাঁহার মাতার ইচ্ছানুসারে এডোয়ার্ড পদবী গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার পিতার সুনামের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। যতদিন তাঁহার দেহে জীবন থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তিনি জন সাধারণের হিতের নিমিত্ত নিযুক্ত থাকিবেন এবং তাঁহার জননীর পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।" বক্তৃতার সময় নরপতি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই বক্তৃতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। গেজেটে তৎক্ষণাৎ আবার প্রচারিত হইল যে মহারাণীর পরলোক গমন নিবন্ধন রাজ্যভার ন্যায়মতে তাঁহার উপযুক্ত, উচ্চমনা পুত্র প্রিন্স আলবার্ট এডোয়ার্ডে ন্যস্ত হইল। ১০১ কামান ধ্বনি দ্বারা

ইউরোপের অন্যান্য নরপতিগণের রাজধানীতে এই সুসংবাদ প্রচারের নিমিত্ত ডিউক অফ এবারকর্ণ, আরল অফ মাউণ্ট-এজকোম্ব, আরল ক্যারিংটন এবং ফিল্ড মার্স্যাল ভাইকাউণ্ট উলসলিকে নরপতি মনোনীত করিয়াছেন। ইহাঁরা অন্যান্য রাজধানীতে গমন করিয়া সুসংবাদ প্রচার করিবেন। মহারাণী ভিকটোরিয়া যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন কিন্তু এ নিয়ম ছিল না বা তিনি কোন লোক ইউরোপের অন্যান্য রাজধানীতে প্রেরণ করেন নাই। মহারাণীর জীবদ্দশায় অন্যান্য রাজন্যগণের রাজ্যভার গ্রহণ সংবাদ প্রচারের নিমিত্ত অনেক লোক তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। এই রীতি অতি অল্প দিন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া নরপতি আদেশ প্রচার করিলেন যে মহারাণীর মৃত্যুকাল হইতে যে সকল কর্ম্মচারী যে পদে ব্রতী আছেন তাঁহারা স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যথারীতি রাজকার্য্য করিতে থাকিবেন। এই দিন হাউস অফ লর্ডস এবং হাউস অফ কমন্‌স সমবেত হইয়া শপথ গ্রহণ করিলেন।

মহারাণীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া জর্ম্মনীর যুবরাজ ২৬শে জানুয়ারি অসবোর্ণ রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। ২৮শে তারিখে নরপতি তাঁহাকে "অর্ডার অফ দি গারটার" উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। এই উৎসবের সময় জর্ম্মনীর সম্রাট এবং ইংলণ্ডের রাজপরিবার উপস্থিত ছিলেন। নরপতি এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা দেন তাহা বড়ই হৃদয়-গ্রাহিনী হইয়াছিল। জর্ম্মনীর সম্রাট মহারাণীর অসুস্থতা

করিয়া তাঁহার অন্তিম কাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করায় নরপতি সম্রাটের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ, তাহা তিনি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২৭শে জানুয়ারী জর্ম্মনীর সম্রাটের জন্মোৎসব তাঁহার "হোহেন জোলারেণ" নামক জাহাজে সম্পন্ন হয়। আমাদের নবীন নরপতি এই উপলক্ষে তাঁহাকে ব্রিটিস সেনানীর ফিল্ড মারস্যাল পদে বরণ করিয়া তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন।

নরপতি ২৯শে জানুয়ারি অসবোর্ণ হইতে লণ্ডনে দ্বিতীয় বার আগমন করেন। বেলা ৩ ঘটিকার সময় ভিকটোরিয়া ষ্টেসনে উপনীত হইলে ষ্টেশনের বহির্ভাগে সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁহাকে বিশেষ রূপে সমাদৃত করেন।

৩০শে জানুয়ারি প্রাতে মারলবরো রাজপ্রাসাদে রাজকার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত সমবেত মন্ত্রীগণের সহিত নরপতি মন্ত্রণা করেন। তদনন্তর তিনি বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে গমন করিয়া পর্ত্তুগালাধিপতির অভ্যর্থনা করেন। এই দিন জর্ম্মনীর সম্রাট তাঁহার ড্রেগুণ গার্ড রেজিমেণ্টের কর্ণেল-ইন-চিফ পদে নরপতিকে বরণ করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন।

নরপতি ৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের রাজাদিগকে এবং প্রজাবর্গকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। উহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। উহা পাঠ করিলে বুঝা যায় নবীন সম্রাটের রাজত্ব কালে প্রজা পুঞ্জের অশেষ কল্যাণ সংঘটিত হইবে। ঐ পত্রখানি যথার্থই আশাপ্রদ।

নরপতির অভিষেক উৎসব আগামী বর্ষে সম্পন্ন হইবে। মহারাণী ভিকটোরিয়ার অভিষেক উপলক্ষে ৬৯৪২১ পাউণ্ড,

১ সিলিং ১০ পেন্স ব্যয় হইয়াছিল এবং মুকুট প্রস্তুত করিবার জন্য ১১২৭৬০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। ঐ মুকুটে ছোট বড় তিন সহস্র খণ্ড বহুমূল্য প্রস্তর ছিল এবং ওজনেও প্রায় দেড় সের। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হইবে অভিষেক উৎসব কত ব্যয়সাধ্য এবং বিরাট ব্যাপার। নরপতির ইচ্ছানুসারে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র (ভাবী নরপতি) সস্ত্রীক জিব্রলটার, সিংহল প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণ করিতেছেন। এই উপলক্ষে পার্লিয়ামেন্ট মহা সভা বিপুল অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন। রাজ-কুমার ও রাজবধূ সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত হইতেছেন এবং বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেছেন। "অফির" নামক যে জাহাজে তাঁহারা ভ্রমণ করিতেছেন তাহা সুপ্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছে।

জনক জননীর ধন সম্পত্তিতে পুত্র যেমন অধিকারী হন, তাঁহাদের সদ্গুণ রাশিরও তদ্রূপ অধিকারী হন। আমাদের নরপতিও পিতামাতার সদ্গুণ রাশি এবং সৌন্দর্য্য পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন। শৈশবাবস্থা হইতে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল এবং সকল প্রকার শিক্ষা তিনি উত্তমরূপে লাভ করিয়াছেন। আইন এবং যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপন্নতা জন্মিয়াছে। নানা প্রকার দিগ্দেশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার বহুদর্শন লাভ হইয়াছে। নরপতি দয়া, স্নেহ, প্রীতি, সহিষ্ণুতা বদান্যতা, পরদুঃখকাতরতা, পিতৃমাতৃবৎসলতা প্রভৃতি সমুদায় সদ্গুণের আকর। ক্রোধ, লোভ, নির্দ্দয়তা, অশিষ্টাচার, আত্মগরিমা প্রভৃতি দোষ গুলি নরপতিকে স্পর্শ করিতেও

শিক্ষা এবং গুণের প্রয়োজন তাহা তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। রাজকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে অভিজ্ঞতা আবশ্যক তাহাও তিনি স্বীয় জননীর নিকট নিয়ত অবস্থিতি করিয়া পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছেন। নরপতি নবীন হইয়াও প্রবীণ।

ভারতবাসীর ভাগ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে দর্শন করা ঘটে নাই তথাপি তাঁহার নামের মহিমা শ্রবণ করিয়াই সকলে তাঁহার প্রতি সমভাবে ভক্তিমান। আমাদের নরপতি ভারতে আগমন করায় ভারতবাসী তাঁহাকে দর্শন করিয়া চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন সুতরাং ভারতবাসী তাঁহার প্রধান ভক্ত হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি ভারতের অধীশ্বর হইলেন ইহা ভারতের কম সৌভাগ্য নহে। যে সম্রাট স্বচক্ষে ভারত দর্শন করিয়া ভারতের রাজভক্তির পরিচয় স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার হৃদয় উহার মঙ্গল কামনায় পূর্ণ থাকিবে ইহা সকলেরই স্থির বিশ্বাস। আশা করা যায় তাঁহার সুশাসনে প্রজাগণের সুখ শান্তি সম্বর্দ্ধিত হইবে এবং ভগবানের কৃপায় তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুস্থ দেহে অপ্রতিহত প্রভাবে সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতে থাকিবেন। নরপতির সদ্‌গুণ রাশি সকলের শিক্ষার সামগ্রী।

সমাপ্ত।

BENGAL LIBRARY
7 JAN. 19 02
WRITERS' BUILDINGS

(23)

বিজ্ঞাপন।

মৎপ্রণীত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ঢাকা—মোগলটুলী শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ পাল মহাশয়ের পুস্তকালয়ে একমাত্র প্রাপ্তব্য।

শ্রীমনোমোহন রায়।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট বিশদ-ব্যাখ্যা (২য় সংস্করণ) শ্রীসীতানাথ পাল প্রণীত (মূল্য ৷৷০ আট আনা) আমার পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীদ্বারকানাথ পাল।

ঢাকা—মোগলটুলী।